তারিখ : 9 OCT 2012
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : ৬

যুগান্তর

কোন আইন প্রণয়ন ছাড়াই প্রাথমিক শিক্ষক পুল গঠন

মুসতাক আহমদ

'প্রাথমিক শিক্ষক পুল' গঠনের নামে সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা কারণে শূন্য হওয়া শিক্ষকের পদ পূরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে ওই পুল গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় ২০১০ সালে। শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্ত আকারে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি অনুমোদন করেছে। এরপর ১৪ আগস্ট পুল গঠনের জন্য ১৫ হাজার ১৯ জনকে নিয়োগের জন্য বাছাইও করা হয়। কিন্তু পুল গঠনের কোন আইনি ভিত্তিই এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। অর্থাৎ এজন্য না আছে কোন বিধিমালা কিংবা না আছে কোন আইন। সরকারের এ কাণ্ডকে সংশ্লিষ্টরা 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূলত এই একটি মাত্র কারণেই 'অত্যন্ত প্রয়োজনীয়' হওয়া সত্ত্বেও ঘোষণার দুই বছরেও গঠিত হয়নি কাঙ্ক্ষিত 'শিক্ষক পুল'। বরং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনেকটা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন সময়টা।

জানা গেছে, ২০১০ সালের মাঝামাঝি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক সংকট দূরীকরণে 'শিক্ষক পুল' গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। প্রশাসন ক্যাডারে ছুটিজনিত শূন্যতা পূরণে ১০ ভাগ পদ সৃষ্টি আছে। সেই বিষয়টির অনুকরণে এ ধরনের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়। এরপর থেকে একদিকে নিয়োগ ইচ্ছুকরা যেমন অপেক্ষা করছিলেন তেমনি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ও এ নিয়ে কাজ করছিল। কিন্তু ওই ঘোষণা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত আকারে পাস হয়। ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী তা অনুমোদন দেন। এর আগে ১৬ মে অর্থমন্ত্রী এবং ১১ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী সেটিতে সুপারিশমূলক স্বাক্ষর করেন। এরপর ২০১১ সালে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে ১৪ আগস্ট যে ফল প্রকাশিত হয়, সেখানে 'পুল গঠনের' জন্য ১৫ হাজার ১৯ জনকে বাছাইও করা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, এরপরই দারুণ বিপাকে পড়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তারা না পারছে শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে। না পারছে বসিয়ে রাখতে। বিপরীত দিকে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরও দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাদের আদৌ চাকরি হয়েছে কিনা বা কবে থেকে তারা ক্লাস রুমে যেতে পারবে— সে প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাচ্ছে না তারা। নাম প্রকাশ না করে দেশের বেশ কয়েকটি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, প্রায় হরহামেশাই নির্বাচিত প্রার্থীরা তাদের কাছে নানা বিষয়ে জানতে চায়। কিন্তু তারা সঠিকভাবে কিছু জানাতে পারছেন না। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সারাদেশ থেকেই

পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়ে বিপাকে মন্ত্রণালয়

কখনও প্রার্থীরা আবার কখনও মন্ত্রী-এমপিরা এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে জানতে চান। এ নিয়ে দারুণ চাপে আছেন তারা। কিন্তু কেবল বিধিমালা বা আইনের অভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারছেন না।

জানা গেছে, বিধিমালা বা আইন প্রণীত হওয়ার আগেই এ ধরনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর হওয়ার পর থেকেই গলদঘর্ম হচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। কেননা, প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে যে সিদ্ধান্ত পাস হয়েছে, সেটা অনুযায়ী ৬ মাসের জন্য শিক্ষক পুল গঠিত হবে। ১০ ভাগ 'লিভ রিজার্ভ' (ছুটির বিপরীতে) হিসেবে থাকবে তা। তারা মাসিক ৬ হাজার টাকা হারে মাসোহারা হিসেবে পাবেন। স্কুলে যোগদানের পর তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর মধ্যে অনেক 'অস্পষ্টতা' রয়ে গেছে। নিয়োগের জন্য বাছাইয়ের পর থেকেই তারা মাসোহারা পাবেন, নাকি স্কুলে যোগদানের পর— সেটি পরিষ্কার নয়। আবার যেখানে নিয়মিত চাকরির নিয়োগের জন্য একটি বিধিমালা ও প্রক্রিয়া রয়েছে, সেখানে শিক্ষক পুলের মধ্যে বিশেষ ধরনের নিয়োগ যখন নিয়মিতকরণ হবে, তখন সেটা কোন প্রক্রিয়ায় হবে তাও পরিষ্কার নয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এর জন্য স্বতন্ত্র বিধিমালা না হলে আইনি জটিলতা তৈরির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আবার একজনের শূন্য পদে পুলের শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার পর ছুটি থেকে যখন আসল শিক্ষক ফিরে আসবেন, তখন এরই মধ্যে নিয়মিত হওয়া শিক্ষকের কি হবে— সে প্রশ্নের সমাধানও তৈরি হয়নি। এভাবে নানা জটিলতা আর প্যাঁচের মধ্যে পড়েছে শিক্ষক পুল। ফলে ঘোষণার দুই বছরেও গঠিত হয়নি সেটি।

এদিকে মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিধিমালা বা আইন প্রণয়নের কোন উদ্যোগ না থাকলেও তারা একটি নীতিমালা তৈরি করেছেন। তিন পৃষ্ঠার এমন একটি নীতিমালা সোমবার সচিব নিয়াজউদ্দিনের টেবিলে দেখা যায়। ওই নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রধান অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদের কাছে জানতে চাইলে বলেন, নীতিমালার প্রধান লক্ষ্য পুল গঠন। এতে শিক্ষকদের কিভাবে স্কুলে সংযুক্তি দেয়া হবে, কিভাবে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ হবে ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি বলতে রাজি হননি। আর নাম প্রকাশ না করে ওই কমিটির এক সদস্য জানান, যতই নীতিমালা করা হোক বিধিমালা বা আইন ছাড়া সম্ভাব্য জটিলতা নিরসন হবে না। এই মুহূর্তে বিধিমালা না করলেও ৬ মাসের মধ্যে করতে হবে। কেননা, পুলের মেয়াদই ৬ মাস। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, সমস্যা নিরসনে আগে ভাগেই বিধিমালা তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। এ কারণে নীতিমালার পরিবর্তে একবারেই বিধিমালা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খসড়া নীতিমালায় এখন স্কুলে

গঠন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

গঠন : শিক্ষক পুল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সংযুক্তির সময়টাকে 'পুলভুক্ত' আর বিধিমালা প্রণয়নের পরের সময়টাকে 'নিয়মিতকরণ' হিসেবে করার চিন্তাভাবনা চলছে বলে সূত্রটি জানায়। উল্লেখ্য, পিটিআই প্রশিক্ষণ, মাতৃত্বকালীন ছুটি, হজ্ব, তীর্থযাত্রাসহ বিভিন্ন কারণে সারাদেশে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়া অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি, চাকরিচ্যুতি বা পদত্যাগ, অসুস্থতা, মৃত্যু প্রভৃতি কারণে প্রতিদিনই শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। একবার শিক্ষকের পদ শূন্য হলে তা পূরণ হতে সময় লাগে এক থেকে দেড় বছর। এই প্রেক্ষাপটেই শিক্ষক পুল গঠন করে ২০ হাজার খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ জানান, একটি উপজেলার ১০ ভাগ হিসেবে পুলের শিক্ষক থাকবেন। মোট ২০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল পদের ওই ১০ ভাগের হিসেবে। তবে ১৫ হাজার ১৯ জন নেয়ায় তা এখন কম হয়েছে। এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন জানিয়েছেন, প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক পিটিআই-এ প্রশিক্ষণে যান, মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যান পাঁচ থেকে ছয় হাজার। এ সময় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের সংকট দেখা দেয়। কিন্তু ছুটিতে থাকার কারণে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় না। অবসরে গেলে বা কোন শিক্ষক মারা গেলে সেই শূন্য পদ পূরণ করতেও এক থেকে দেড় বছর লেগে যায়। এসব কারণে বিদ্যালয়ের পাঠদানে বিরূপতি চলে আসে। ওই কারণেই শিক্ষক পুল গঠন করা হয় বলে জানান তিনি।